দৈনিক যুগান্তর

সোমবার, ২৯ এপ্রিল ২০০৮

জ্বালানি সংকট মেটাতে গ্যাস আমদানির কথা বললেন ইআরসি চেয়ারম্যান

যুগান্তর রিপোর্ট

এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (ইআরসি) চেয়ারম্যান গোলামুর রহমান বলেছেন, দেশের জ্বালানি সংকট কাটাতে গ্যাস আমদানি প্রয়োজন। এজন্য মিয়ানমারের সঙ্গে আরও বেশি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে নেপাল, ভুটানের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কারণ আঞ্চলিক গ্রিডের মাধ্যমে তাদের জলবিদ্যুৎ আমরা ব্যবহার করতে পারি। এ সম্পর্কগুলো তৈরি করতে পারলেই ২০২০ সালের মধ্যে সবাইকে বিদ্যুৎ দেয়া সম্ভব হবে।

রোববার ব্র্যাক ইনে উন্নয়ন সমন্বয় এবং ক্যাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতে বিদ্যুৎ খাতে সংস্কারের দক্ষতা সৃষ্টি' শীর্ষক ওয়ার্কশপে ইআরসির চেয়ারম্যান প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আতিউর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন। ইআরসির চেয়ারম্যান বলেন, ইআরসি বাজারে আসল প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে রেফারির ভূমিকা পালন করছে। তবে দুর্নীতি ও সিস্টেমলসের কারণে বিদ্যুৎ বা গ্যাসের কোন মূল্যবৃদ্ধি হবে না। তিনি বলেন, এনার্জি কমিশন হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছে। তবে রোডম্যাপ অনুযায়ী এই কমিশন কার্যকর হতে সময় লাগবে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ড. আতিউর রহমান বলেন, এনার্জি কমিশন সরকারের চেয়ে নাগরিকদের সঙ্গে যত বেশি থেকেছে, জনস্বার্থে কমিশন তত কাজ করতে পেরেছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগে শিক্ষা দরকার

এই ওয়ার্কশপে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এনজিও প্রতিনিধিরা অংশ নেন। নওগাঁর আলতাফ হোসেন এতে বলেন, আমাদের সাধারণ গ্রাহকদের চেয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগে প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, শুধু বিদ্যুৎ চুরি নয়, এ বিভাগের কাজও চুরি হয়। দেখা যায়, মিটার রিডার বা কর্মচারীরা টাই পরে ঘুরে বেড়ায়। আর তারা রিকশাওয়ালা বা অন্য কাউকে দিয়ে মিটার রিডিং নেয় এবং জনগণকে হয়রানি করে।

বরিশালের রনজিৎ দত্ত বলেন, বিদ্যুৎ অফিস ভৌতিক বিল দেয় এবং বিল আসে মাসের শেষে। তাছাড়া মিটার বেশি ঘুরিয়ে বিল বেশি আদায় করে। তবে সবাই অভিমত রাখেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন প্রয়োজন। এ অনুষ্ঠানে সাবেক সচিব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, এনজিও কর্মী খুশী কবীর বক্তব্য রাখেন।